সাপে কামড়ানো রোগী কে শান্ত রাখুন এবং তাকে সাহস যোগান।

যা করনীয়ঃ

- সাপ কামড়ালে বেশি নড়াচড়া করবেন না এবং রোগী কে শান্ত রাখুন। এর দ্বারা রক্তচাপ নর্মাল / স্বাভাবিক থাকবে এবং বিষ শরীরে দ্রুত ছরিয়ে যেতে পারবে না।
- অলঙ্কার বা হাতের ঘড়ি দ্রুত খুলে ফেলুন কারণ দংশিত স্থানের ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- দংশিত স্থান কখনই আমরা বুকের হৃদয় স্থলের ওপরে ওঠাবো না। (যেমন হাতে কামড়ালে হাত কখই বুকের ওপরে ওঠাবো না)
- আহত অংশে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বা হাল্কা কাপড়ের বাধন দিন যাতে রোগী আহত অংশ কে বেশি নড়াচড়া করতে না পারে এবং বাধন অবশ্যই যাতে হাল্কা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

যা নিষিদ্ধঃ

- নিজের থেকে বাধন খুলতে বা বিষ বের করতে যাবেন না। শুধু মাত্র পরিষ্কার ও শুকনো কাপড় দিয়ে দংশিত অংশ কে ঢেকে রাখুন।
- দংশিত অংশে বরফ বা রক্ত বন্ধ করার ওষুধ ব্যাবহার করবেন না।
- ক্যাফিন (চা ও কফির মধ্যে প্রাপ্ত উপক্ষার বিশেষ) বা অ্যালকোহল পান করবেন না।
- আক্রমনকারি সাপটিকে ধরার চেষ্টা করবেন না। যদি পারেন সাপটির একটি ছবি তুলে রাখুন, যাতে করে সাপটিকে চেনা যায় এবং বোঝা যায় যে সাপটি বিষধর না বিষহীন।

বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসা চালু হতে পারে তখনই যখন রোগীর দেহে বিষের বিশেষ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যেমন আহত অংশ থেকে রক্ত ক্ষরণ, শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধে, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া, আহত স্থান ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।
ভারতে পাওয়া সাপেদের মধ্যে কেবল মাত্র ২০ শতাংশই বিষধর হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মানুষের মারাত্মক কোন ক্ষতি করতে পারে না। বিষধর সাপ কামড়ানোর একমাত্র চিকিৎসা হল এন্টিভেনম। কবিরাজী বা ঝাড়ফুঁক চিকিৎসার ওপর ভরসা করবেন না।